



119690 - “যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করে তার ওপর লানত হোক” এর মর্ম কী?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করে তার ওপর লানত হোক” এ কথার উদ্দেশ্য কী? কোন মহেমানের জন্য জবাই করা কি গায়রুল্লাহর জন্য জবাই-এর মধ্যে পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হাদিসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে: যে সব নবী ও আউলিয়া মারা গেছেন তাদের বরকত লাভের জন্য জবাই করা কিংবা জ্বনিদরে জন্য জবাই করা; তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তারা কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার আশায় কিংবা তারা কোন ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে; ইত্যাদি হারাম। যহেতে এ ধরণের জবাই বড় শরিক; যা ব্যক্তিকে আল্লাহর লানত ও গজবের উপযুক্ত করে তোলে।

পক্ষান্তরে, অত্থিদিরে প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে কিংবা পরিবারের সদস্যদেরকে কিছুটা প্রশস্ততা দিতে গিয়ে জবাই করা এবং আল্লাহর নকৈট্য লাভের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে সটে মৃতদের জন্য সদকা করা তথা জীবতি-মৃত সকলের জন্য আল্লাহর কাছে এর সওয়াব আশা করা জায়যে। বরঞ্চ এটি একটা ইহসান (অনুকম্পাশ্রণীর সৎকর্ম)। আল্লাহর কাছে যার জন্য সওয়াব আশা করা যায়। একই কথা প্রযোজ্য করোবানীর দিনে মৃত ও জীবতিদের পক্ষ থেকে জবাইকৃত করোবানীগুলোর ক্ষেত্রে।

আল্লাহই তাওফকিরে মালিক। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি ক্বাউদ।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১/১৯৬)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১/২২৫) আরও এসছে:

“অত্থিরি জন্য পশু জবাই করা জায়যে। জবাই করার সময় আল্লাহর নামে জবাই করতে হবে। এ ধরণের জবাই আল্লাহ তাআলার এ বাণীর সার্বকিতার অধিকৃত নয়: وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করা



হয়ছে)।[সূরা মায়িদা, ৩: ৫] বরং এচ আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ যমেন মৃতব্যক্তিও তাদরে মত অন্য কারো নকৈট্য হাছলিরে জন্য জবাই করা। পক্ষান্তরে, মহেমানরে জন্য জবাই করা: এর উদ্দেশ্য হলো মহেমানকে সম্মান করা; তার ইবাদত করা নয়। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহেমানকে সম্মান করার নরিদশে দয়িছেনে।”

আল্লাহই তাওফকিরে মালকি। আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবার-পরজিন ও সাহাবীবরগরে প্রতী আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি ক্বাউদ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।